দেশের যে-কোনো যুগের শ্রদ্ধার পাত্র। পাণিনি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ, জী
ছিলেন খ্যাতনামা চিকিৎসক, কৌটিল্য ছিলেন অর্থশাস্ত্র প্রণেতা, সুপণ্ডিত ও চ
রাজনীতিবিদ।

14. **শাস্তিদান:** তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে শাস্তিদানেরও ব্যবস্থা ছিল। অযোগ্য ছাত্রগণ
মৃদু ভর্ৎসনা সঙ্গে গুরুর নিকট হতে বিদায় নিতে হত। এই শ্রেণির ছাত্রগণ পা
কর্তৃক বিশেষণে অভিহিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে 'তীর্থকাক' বিশেষণটি খু
মনোজ্ঞ।

15. **ধ্বংস:** সম্ভবত হূণ আক্রমণের ফলে অন্যান্য কুষাণ প্রভাবিত অঞ্চলের ন্যা
তক্ষশীলাও ধ্বংস হয়। পরবর্তীকালে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ জন মার্শালের তত্ত্বাবধানে প্রাচী
তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

সুতরাং প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে তক্ষশী
বিশ্ববিদ্যালয় এক গৌরবময় অধ্যায়। প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ তাঁর 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যত
ইতিহাস' শীর্ষক বইখানিতে তাই লিখেছেন যে, "প্রাচীন গ্রিসে এথেন্স যে
সভ্যতার কেন্দ্র ছিল, প্রাচীন ভারতে তক্ষশীলা ঠিক তেমনই"। আবার 'Hindusta
Review (March, 1906) তে SC Das লিখেছেন— "The influence of th
University extended to Persia in the west, to Bactria in the nort
and Prachya to the east.

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় (Nalanda University)

ভূমিকা (Introduction)

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়
হল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকৃতপক্ষে, এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ছিল একটি বৌদ্ধবিহার। বৌ
শিক্ষার যুগে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসেবে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়
লাভ করেছিল। এমনকি এই বিশ্ববিদ্যালয়টির সুনাম দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল
যার ফলে বহু বিদেশি ছাত্র ও শিক্ষক নালন্দায় শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান করতেন।

উল্লেখযোগ্য প্রাচীন ভারতীয় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিতভা
আলোচনা করা হল:

1. **ভৌগোলিক অবস্থান:** পাটলিপুত্রের (বর্তমান নাম পাটনা) চল্লিশ মাইল দক্ষি
প্রাচীন মগধের রাজধানী রাজগৃহের সাত মাইল উত্তরে বর্তমান পাটনা জেলা
বিহারশরিফ মহকুমার বড়গাঁও এর কাছে এক মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে
প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য পীঠস্থান নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়টি
গড়ে উঠেছিল।

2. **প্রতিষ্ঠাকাল:** খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে গুপ্ত রাজাদের রাজত্বকালে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথ বলেন— মাধ্যমিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জুন (আনুমানিক 300 খ্রিস্টাব্দ) নালন্দা শিক্ষাকেন্দ্রটির প্রতিষ্ঠা করেন।
3. **নামকরণ:** নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়েন নালন্দাকে 'নাল' নামে অভিহিত করেছেন। ইৎ সিং বলেন, নালন্দা মহাবিহারের পার্শ্ববর্তী নাগানন্দ সরোবরের নাম নালন্দা হয়। আবার হিউয়েন সাঙ্ বলেন যে, বুদ্ধদেব তাঁর পূর্বতন বোধিসত্ত্ব জীবনে এক সময় অবিশ্রান্ত দান করেন (ন-অলম-দা-অবিশ্রান্ত দাতা) এই অর্থে তিনি নালন্দা উপাধি লাভ করেন। সেই থেকে এই মহাবিহারের নাম হয় নালন্দা।
4. **নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তির কারণ:** গুপ্ত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি ঘটে। গুপ্ত রাজারা ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু। কিন্তু নালন্দার উন্নতির জন্য তারা অকুণ্ঠভাবে অজস্র অর্থ ব্যয় করেছেন। প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে, হিন্দু গুপ্ত রাজাদের অর্থানুকূল্যেই ভারতের শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা গড়ে উঠেছিল।
5. **নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন কাঠামো:** প্রায় সাড়ে তিন বর্গমাইল এলাকা জুড়ে অবস্থিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়টি চারদিকে সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা ঘেরা ছিল। নালন্দায় সাতটি হল ঘর ছিল। এ ছাড়া 300টি ছোটো কক্ষে পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। প্রতিদিন প্রায় 100টি বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা থাকত। এখানে প্রায় দশ হাজার শিক্ষার্থী এবং এক হাজার শিক্ষক একসঙ্গে পড়াশোনা ও শিক্ষাদান করতেন।
6. **ছাত্রাবাস:** নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের থাকার জন্য বিশেষ ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীকালে খননকার্যের ফলে এরূপ তেরোটি ছাত্রাবাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। মাটির নীচে আরও বহু ছাত্রাবাস আছে বলে অনুমান করা হয়। ছাত্রাবাসগুলি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে সুসজ্জিত ছিল।
7. **ব্যয়ভার নির্বাহ:** নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ভার নির্বাহ হত বিভিন্ন উৎস থেকে আসা অর্থ থেকে। যতদূর জানা গেছে, একশোটি গ্রামের রোজগার থেকে, দেশের বিত্তশালী ব্যক্তিদের দান থেকে এবং বিভিন্ন রাজার আর্থিক আনুকূল্যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ভার নির্বাহ হত।
8. **বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থা:** নালন্দার মতো একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ছিল। নালন্দার পরিচালনায় গণতান্ত্রিক নীতি মেনে চলা হত। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের ন্যায় নালন্দায় যিনি প্রধান কর্মসচিব ছিলেন, তাঁকে বলা হত 'সর্বাধ্যক্ষ'। সর্বাধ্যক্ষ নির্বাচনে তাঁর জ্ঞানের সাধনার প্রবীণতা প্রভৃতি বিচার করে তাঁকে নির্বাচিত করা হত। তিনি ছিলেন বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁকে সাহায্য করার জন্য দু-জন সহকারী কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁদের

একজনকে বলা হত 'কর্মদান' এবং অপরজনকে বলা হত 'স্থবির'। নালন্দার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের সর্বাধিক দায়িত্ব এদের ওপর ন্যস্ত ছিল। এদের একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার দিক দেখতেন, যেমন ভরতি, পাঠ্যক্রম নির্ধারণ, শিক্ষকদের মধ্যে দায়িত্ববণ্টন, ক্লাসের ব্যবস্থা ইত্যাদি। অপর সহকারীর ওপর দায়িত্ব ছিল শৃঙ্খলা বজায় রাখা, গৃহনির্মাণ ও মেরামত, খাদ্যসংগ্রহ ও বণ্টন, পোশাকপরিচ্ছদ চিকিৎসা ব্যবস্থা, বাসকক্ষের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

9. **অবৈতনিক শিক্ষা:** নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোনো প্রকার বেতন নেওয়া হত না। থাকা, খাওয়া এবং পোশাকপরিচ্ছদ সবই বিনামূল্যে সরবরাহ করা হত। হিউয়েন সাঙ্ বলেন, নালন্দা মহাবিহার 200টি গ্রাম থেকে আয়ব্যয়ের খরচ পেত। গ্রামবাসীরা রোজ চাল, ডাল, দুধ প্রভৃতি দিয়ে যেত।

10. **ভরতির ব্যবস্থা:** সাধারণ মেধার ছাত্রদের পক্ষে নালন্দায় প্রবেশ করা বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। প্রবেশদ্বারে শিক্ষার্থীদের দ্বারপণ্ডিতের নিকট নিজ নিজ বিদ্যা ও বুদ্ধির পরীক্ষা দিয়ে তবেই নালান্দায় ভরতি হওয়ার অধিকার মিলত। কথা ও গল্পের ছলে তাঁরা নানা দুরূহ প্রশ্নের উত্থাপন করতেন। দশজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে 7/8 জনকে নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হত। ভারতের সুদূরতম প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে শিক্ষার জন্য আসত। এখানে জাতিধর্মনির্বিশেষে যোগ্য শিক্ষার্থী প্রবেশাধিকার লাভ করত।

11. **পাঠ্যক্রম:** নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু শিক্ষা ব্যবস্থার মতো বেদ, বেদান্ত, ন্যায়শাস্ত্র, সাংখ্যদর্শন, সাহিত্য, শল্যবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, আইন, ভাষাতত্ত্ব, যোগশাস্ত্র, চতুর্বেদ, বৌদ্ধশাস্ত্র, ব্যাকরণ, নক্ষত্রবিদ্যা, জ্যোতিষবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে পাঠদান করা হত। অর্থাৎ, এখানে তত্ত্বগত ও ব্যাবহারিক উভয় প্রকার শিক্ষারই ব্যবস্থা ছিল। তবে এখানে বৃত্তিশিক্ষার বিশেষ কোনো স্থান ছিল না।

12. **শিক্ষাদান পদ্ধতি:** নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হত। এ ছাড়া আলোচনাচক্র, বিতর্ক প্রভৃতি মৌখিক উপায়ও অবলম্বন করা হত। এমনকি প্রবন্ধ রচনা, বক্তৃতা দেওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলিও এখানে অভ্যাস করানো হত।

13. **পরীক্ষা/মূল্যায়ন ব্যবস্থা:** নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা ও উপাধি দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। শিক্ষা শেষ করে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ কৃতিত্বের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য রাজসভায় উপনীত হত। বিতর্কের প্রশ্নবানে জর্জরিত করে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে বিজয়ীরা যশ ও অর্থ দুয়েরই অধিকারী হত। রাজসভা থেকে কৃতীছাত্রকে উপাধি ও ভূমিদান করা হত।

14. **নালন্দার অধ্যাপকমণ্ডলী:** নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতির অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এখানকার বিশ্ববরেণ্য ও খ্যাতনামা অধ্যাপকমণ্ডলী। হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে আমরা গুণমতি, স্থিরমতি প্রমুখ প্রখ্যাত উপাধ্যায়ের কথা জানতে পারি

এ ছাড়া ধর্মপাল, শীলভদ্র, নাগার্জুন, চন্দ্রপাল, প্রভা মিত্র, জ্ঞান মিত্র, আর্যদেব, অশ্ব ঘোষ, বসুবন্ধু দিঙনাগ প্রমুখ অধ্যাপকগণও ছিলেন যথেষ্ট খ্যাতিসম্পন্ন। এখানকার অধ্যাপকগণ হিন্দু শাস্ত্র ব্যাখ্যার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। এঁরা নানা শাস্ত্রের বহু মৌলিক গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্মমত প্রচার ও সংস্কারে তাঁদের অবদান ছিল অনস্বীকার্য।

15. **বিদেশি ছাত্র:** নালন্দার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে বহির্ভারত থেকে বহু শিক্ষার্থী এখানে এসেছিল। চিন, তিব্বত, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশ থেকে ছাত্ররা শিক্ষার জন্য আসত। বৈদেশিক ছাত্রদের মধ্যে তাওসিঙ, তাওনিন প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
16. **গ্রন্থাগার:** নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বখ্যাতির আরেকটি বিশেষ কারণ হল এখানকার বিরাট গ্রন্থাগার। সমগ্র গ্রন্থাগার অঞ্চলটিকে 'ধর্মগঞ্জ' বলে অভিহিত করা হত। 'রত্নসাগর', 'রত্নদধি' ও 'রত্নরঞ্জক' নামে তিনটি বিশালাকার গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল। সর্বোচ্চ গ্রন্থাগার 'রত্নদধি' ছিল নয়তলাবিশিষ্ট। ছাত্রদের প্রয়োজন মেটানোর মতো প্রচুর পুঁথি এখানে সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল।
17. **গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা:** কঠিন প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার ভিত্তিতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব ধরনের ছাত্রকেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি করা হত। ফলে এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা ছিল অনেক বেশি গণতান্ত্রিক।
18. **খ্যাতি ও সুনাম:** নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ও সুনাম পরবর্তীকালে চিন, জাপান, কোরিয়া, তিব্বত, সুমাত্রা, জাভা, সিংহল, যবদ্বীপ ইত্যাদি দেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল।
19. **ধ্বংস:** দ্বাদশ শতাব্দীতে মোহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি বক্তিয়ার খলজির বর্বরোচিত আক্রমণে প্রাচীন ভারতের তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ, খ্যাতনামা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়টি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর ফলে আমাদের প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার অন্যতম গৌরবময় স্মৃতি ও নিদর্শনকে চিরতরে হারিয়ে ফেলি।

বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় (Vikramshila University)

ভূমিকা (Introduction)

প্রাচীন ভারতের আরেকটি উল্লেখযোগ্য উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান হল বিক্রমশীলা মহাবিহার বা বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়। এটি বৌদ্ধ যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ম্লান হয়ে আসার সময় এই বিশ্ববিদ্যালয়টির উদ্ভব ঘটে। তারানাথের তথ্য থেকে জানা যায় যে, রাজা ধর্মপালই এই বিক্রমশীলা মহাবিহারটি প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া